22/8/2003

যুগান্তর

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ... 4 ...

পরীক্ষাব্যবস্থা নতুন তথ্যযুগের আলোকে

আলী আসগর

পরীক্ষাব্যবস্থা শিক্ষাব্যবস্থারই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। জ্ঞানের প্রকৃতি, এর অর্জন, বিকাশ ও সঞ্চারণের ধারা শিক্ষার ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। জ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট্য হলো নতুন জ্ঞান শুধু পুরোনো জ্ঞানের সঙ্গে সংযোজিত হয় না, পুরোনো জ্ঞানকে গুণগতভাবে বদলে দেয়। নতুন জ্ঞান সৃষ্টি, এর সঞ্চারণ ও সংযোজনের যে পদ্ধতি সেটা ও বদলে যায় উদঘাটিত নতুন তথ্য ও উদ্ভাবিত নতুন কৌশলের প্রভাবে। জ্ঞানের বিকাশ তাই রৈখিক হারে ঘটেনি, ঘটছে সূচকহারে। একটি জটিল প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষাপ্রদানের কাজটি বিকাশ লাভ করেছে। মানুষের ক্রমসঞ্চিত অভিজ্ঞতা, সংযোজিত তথ্য, উদ্ভাবিত কৌশল, আবিষ্কৃত ও অর্জিত উপলব্ধি ধাপে ধাপে জ্ঞানের জগতকে যেমন বিকশিত ও রূপান্তরিত করেছে তেমনি এর বিকাশের হারকে ত্বরান্বিত করেছে।

সভ্যতার প্রথম স্তরে মানুষ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকেই শুধু মূল্য দিতো। খাদ্য সংগ্রহ, আশ্রয় সন্ধান ও আত্মরক্ষার কৌশলরূপে যে সামান্য জ্ঞান তারা অর্জন করেছে তা প্রায় অপরিবর্তিতভাবে বংশ পরম্পরায় তারা সংরক্ষণ করতো; জ্ঞানের এই স্থিতিশীলতা বিশ্বজগৎ সম্পর্কেও একটি অপরিবর্তী প্রাপ্তি বলে জানতো। পশুপাখিদের ক্ষেত্রে নতুন প্রজন্ম পূর্ববর্তী প্রজন্মের কাছ থেকেই বংশানুক্রমিকভাবে জিনের অনুলিপিতে ধারণকৃত বৈশিষ্ট্য ও অভিজ্ঞতা লব্ধ কৌশলগুলো রপ্ত করাটাই টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য মনে করতো। মানবপ্রজাতির জন্য পূর্ব প্রজন্মের কাছ থেকে লব্ধ শিক্ষা ছিল প্রায় অন্ধরূপ। মানুষ অবশ্য তার উন্নত মস্তিষ্ক, উন্মুক্ত অভিব্যক্তির ধারা, কালিকচেতনা এবং এসবের অনুসঙ্গরূপে ভাষার অধিকার প্রাপ্ত; ফলে সময়ের সঙ্গে মানুষের শিক্ষা লাভের পদ্ধতি ও ক্রমপুঞ্জীভূত জ্ঞানের আকার ও প্রকৃতি বদলে গেছে। প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ যখন লিখতে শিখেনি, তখন সব তথ্যই তাকে ধারণ করে রাখতে হতো স্মৃতিতে। প্রতিকূল পরিবেশে আত্মরক্ষার এবং জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহে যেটুকু ব্যবহার্য জ্ঞান তাদের অধিগম্য ছিল, তা সংরক্ষণ ও পৌনঃপুনিকভাবে বংশ পরম্পরায় সঞ্চারণ ছিলবেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। প্রথমত, নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন আর জ্ঞান সৃষ্টির সুযোগ ও সময় ছিল কম। কারণ জীবন ছিল সরল এবং বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে টিকে থাকার সংগ্রাম ছিল সার্বক্ষণিক ও দুঃসহ। নতুন জ্ঞানকে মানুষ সন্দেহের চোখে দেখতো; সবকিছুই স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতে হতো বলে নতুন তথ্য বা ধারণা উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করা ছিল বিপজ্জনক, শেষে জীবন ধারার স্থিতিশীলতা ব্যাহত হয়। পরিবর্তন ও রূপান্তর শুধু দুঃসাধ্য ছিল না অনাকাঙ্ক্ষিতও ছিল। মানুষের যা কিছু স্বপ্ন ও সুন্দর জীবনের কল্পনা তা ছিল অতীত সম্পর্কে অথবা বড়ো জোর মরণোত্তর স্বর্গীয় জীবন নিয়ে।

লিপির উদ্ভাবন যা ক্রমপুঞ্জিত অভিজ্ঞতা ও উদ্ভাবিত কলাকৌশলেরই ফসল, মানুষকে [illegible]

প্রতীকে মস্তিষ্কের বাইরে তথ্য ও জ্ঞানকে ধারণ করে রাখার। পরবর্তী সময়ে, এখন থেকে প্রায় ৫ হাজার বছর আগে ছাপাখানার আবিষ্কার তথ্য ধারণ ও তথ্যকে অসংখ্যের কাছে দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার কাজকে প্রচণ্ড দ্রুততর ও দক্ষতর করলো। শুধু তথ্য ধারণ ও তথ্যসঞ্চারণের কৌশলগত অগ্রগতি নয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সার্বিক অগ্রগতি, বিশ্বজগত সম্পর্কে নতুন উপলব্ধি জ্ঞানের পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন সাধনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতা, এর গুরুত্ব ও সর্বজনীনতা সম্পূর্ণ নতুন মাত্রা লাভ করলো। মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রতি ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদা সৃষ্টি হল, সেই সঙ্গে শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি যে

অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত তার উপলব্ধি ঘটলো।

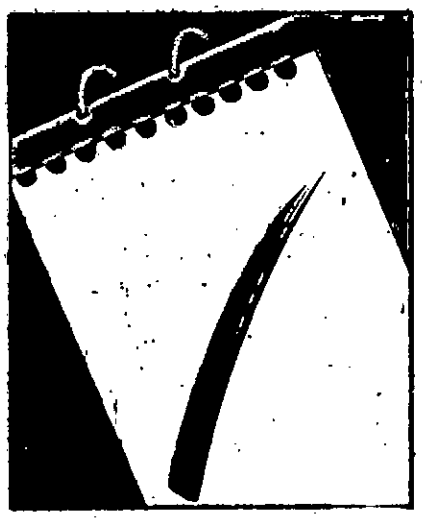

শিক্ষার বিস্তার, শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান, এর শ্রেণীবিন্যাস ও মান নির্ধারণের জন্য পাবলিক পরীক্ষার বিস্তার ও প্রচলন ঘটলো। 'জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উদ্ভব, এদের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া জ্ঞানের যাচাইকর্মকে জ্ঞানার্জনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ করে তুললো। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন দেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা একটি একীভূত জ্ঞানের জগৎ ও কর্মক্ষেত্রে একত্রে কাজ করার ও প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার পরিবেশ এখন সৃষ্টি হয়েছে। এদিক থেকে অর্জিত জ্ঞানের যাচাই এবং তুলনামূলক পরীক্ষার ভিতর দিয়ে

শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা নির্ধারণ গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ জ্ঞানের চর্চা ও অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ যেখানে স্থায়ীভাবে ঘটে সেখানে তুলনা ও প্রতিযোগিতার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় না। যে কৃষক তার উৎপাদিত সব সামগ্রী নিজেই উপভোগ করে তার জন্য উৎপাদিত সামগ্রীর শ্রেণীভাগ ও মান নির্ধারণ অতোটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু অসংখ্য কৃষক নানা এলাকায় নানা ধরনের ফসল উৎপাদন করে, একটি সাধারণ বাজারে তা বাজারজাত করে এবং বিনিময় ঘটায় তাদের সামগ্রীর, সেখানে প্রমিতকরণ, পরিমাপ ও গুণবিচার প্রায় অপরিহার্য হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিপুল ফসলকে আত্মস্থ করে যে তথ্যযুগের উদ্ভব ঘটেছে তা ব্যাপক ও গভীরার্থে

> **মুখস্থবিদ্যার মূল্য ছাপাখানা আবিষ্কার পূর্বকালের মূল্যবোধে যাচাই করলে চলবে না। শিক্ষার লক্ষ্য যেমন হবে শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃজনশীলতা, বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতাবৃদ্ধি; শিক্ষার্থীর যোগ্যতা যাচাইও হতে হবে তার স্মৃতিশক্তির পরিমাপ দ্বারা নয় নতুন জ্ঞানের জগৎ ও অভিনব পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার পারদর্শিতায়।**

মানুষের উদ্ভাবিত ও অর্জিত জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে; দাঁড়িয়ে নেই বরং দ্রুত ছুটছে গতিশীল এক ভারসাম্য রক্ষা করে। জ্ঞানচর্চা, জ্ঞানসাধনা, জ্ঞানের সঞ্চারণ ও নতুন জ্ঞান সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষার আয়োজন সবদেশেই আজ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আমাদের ব্যবহৃত সামগ্রী, এদের উৎপাদন কৌশল এবং উৎপাদনের যন্ত্র সেই সঙ্গে সামগ্রিক উৎপাদনশীলতাকে পরিকল্পনা, পরিচালনা ও কালোপযোগী করার কাজে যারা নিয়োজিত সবাই তথ্য ও জ্ঞানের অপেক্ষক। দ্রুত যোগাযোগ সৃষ্টির কৌশল উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে একটি অভিন্ন জগৎ সৃষ্টি হয়েছে — যা কখনো

বস্তুগত, কখনো বিমূর্ত তথ্য ও বুদ্ধিগত। নিজস্ব উৎপাদন কৌশল, ধ্যান-ধারণা, তথ্য ও জ্ঞান নিয়ে স্থানীয়ভাবে বিচ্ছিন্ন ও অপরিবর্তী থাকার কোনো অবকাশ নেই তথ্যবিজ্ঞানের এই যুগে। জ্ঞান যেখানে সব ধরনের সম্পদ সৃষ্টির মূল্য উৎস এবং নিজেই এখন সম্পদ, শুধু তাত্ত্বিক অর্থে নয় অর্থ মূল্যেও, সেখানে শিক্ষার গুরুত্বকে বাড়িয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। এই শিক্ষা যেহেতু একীভূত এক জগতে বিনিময় সাধ্য, ফলে তাকে প্রমিত ও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মতো হতে হবে। জ্ঞানের জগৎ দ্রুত বিবর্ধিত ও রূপান্তরিত হলে সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগী ও বিনিময়ী হয়, তাই শিক্ষা প্রদানই যথেষ্ট নয়, এর প্রাসঙ্গিকতা ও যথাযোগ্যতা যাচাই হতে হবে আন্তর্জাতিকতা ও সমকালীনতার বিচারে। তথ্য যেহেতু দ্রুত বিকাশ লাভ করছে, নতুন উদ্ভাবিত তথ্য ও জ্ঞান পুরোনো তথ্য ও উপলব্ধিকে প্রতিস্থাপিত করছে, ফলে, শিক্ষার ধারা ও শিক্ষার্থীর যোগ্যতা যাচাইয়ের পদ্ধতি সেই সঙ্গে বদলে যাওয়ার কথা। প্রথমত, অতি সহজে তথ্যকে ধারণ, সঞ্চারণ ও উদ্ধার করা যেহেতু সম্ভব আধুনিক কম্পিউটারের কল্যাণে, যেমন একটি সিডিতে সারাজীবনের অর্জিত ও স্মৃতিতে ধারণকৃত তথ্য সংরক্ষণ করা সম্ভব অনেক বেশি নির্ভুলভাবে মানুষের স্মৃতিশক্তির তুলনায়; ফলে, মুখস্থবিদ্যার মূল্য ছাপাখানা আবিষ্কার পূর্বকালের মূল্যবোধে যাচাই করলে চলবে না। শিক্ষার লক্ষ্য যেমন হবে শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃজনশীলতা, বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতাবৃদ্ধি; শিক্ষার্থীর যোগ্যতা যাচাইও হতে হবে তার স্মৃতিশক্তির পরিমাপ দ্বারা নয় নতুন জ্ঞানের জগৎ ও অভিনব পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার পারদর্শিতায়।

আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য পাণ্ডিত্য অর্জন নয়, যেখানে পুরোনো জ্ঞান ঐতিহ্যরূপে মূল্য প্রাপ্ত, তথ্য যেখানে অবিচল ও চিরন্তন উপাদানরূপে সমাদৃত। পাণ্ডিত্যের যুগে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর দৃষ্টি অতীতের দিকে কিন্তু জ্ঞানের দ্রুত বিকাশ ও রূপান্তরের এই যুগে শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করতে হবে তথ্য আহরণে শুধু নয়, নতুন তথ্য সৃষ্টি, বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে নতুন তথ্যের আলোকে পুরোনো তথ্যকে যাচাই, উদ্ভাবিত তত্ত্ব ও নতুন অভিজ্ঞানের আলোকে দ্রুত ও বিকাশমান তথ্যের জগৎকে সমন্বিত করা। এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর দৃষ্টি প্রসারিত হবে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। বস্তুত আমরা যাকে তথ্যের জগৎ বলছি, তা আসলে অধিক হারে তথ্যকে নির্দেশ করে না, তথ্যের পরিবর্তনশীলতা, নতুন তথ্যের দ্বারা পুরোনো তথ্য দ্রুত প্রতিস্থাপিত হওয়ার কথাকেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এটি একটি নতুন উপলব্ধি। নতুন বই, উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গিকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় যেমন ধারণ করতে হবে, আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থায়ও তেমনি প্রতিফলন ঘটাতে হবে শিক্ষা সম্পর্কে বিশ্বজনীন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির।

ড আলী আসগর : অধ্যাপক, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।